দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ২

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা ॥ দাবি আদায়ের আন্দোলনে ব্যস্ত শিক্ষক কর্মকর্তা আর কর্মচারী

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অচলাবস্থা চলছে। শিক্ষকরা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন না। কর্মকর্তারা প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ রেখেছেন। মাস্টার রোলে চাকরিরত কর্মচারীরাও ৪ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দিয়েছে। উপাচার্য ঢাকায় রয়েছেন। ছাত্র রাজনীতিবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন দাবি আদায়ের আন্দোলনের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ সমিতি বেশ কিছু দিন ধরে তিন দফা দাবিতে নানা ধরনের কর্মসূচী পালন করে আসছিল। পরীক্ষা ও খাতা দেখার পারিতোষিক বৃদ্ধি এবং চাকরি ক্ষেত্রে আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত দুটি দাবি তাদের পূরণ হয়েছে। তবে কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বোর্ডে তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়নের দাবি মেনে নেয়নি কর্তৃপক্ষ। এদিকে, ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষক নেতা ড. রেজাউল করিমের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠায় শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, ৮ আগস্টের এক সভায় শিক্ষকরা উপাচার্যকে অসহযোগিতা এবং শিক্ষা কার্যক্রম বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। সেই থেকে শিক্ষকরা কোন ধরনের ক্লাস নিচ্ছেন না। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স কল্যাণ সমিতি তাদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ৪ দফা দাবি পূরণের লক্ষ্যে গত সোমবার থেকে প্রশাসনিক সকল কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে।

তারা অফিসে এসে খাতায় হাজিরা দিয়ে ৯টা ৫টা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিচ্ছে। মাস্টার রোলে চাকরিরত কর্মচারীরা তাদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ৪ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি সোমবার রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ড. এসএম নজরুল ইসলাম রাজধানীতে অবস্থান করছেন। অবশ্য আগামী ২২ আগস্ট উপাচার্যের ৪ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। ক্যাম্পাসে গুঞ্জন উঠেছে তিনি আবারও নিয়োগ পাওয়ার জন্য ঢাকায় তদ্বির করছেন। তিনি যাতে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ না পান সে জন্য শিক্ষক নেতারাও তদ্বিরে ঢাকায় গেছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, তিনি আর নিয়োগ পাচ্ছেন না; খুলনায়ও আর আসছেন না। তাঁর মেয়াদকালের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন এবং ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাক হত্যা ঘটনা তাঁকে বেশ বিপাকে ফেলেছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষকরা এর আগের উপাচার্যকে চাপের মুখে বিদায় নিতে বাধ্য করেছিলেন। আগের উপাচার্য ড. গোলাম আলী ফকিরের মেয়াদপূর্তির ১৬ দিন আগে তাঁর কক্ষে শিক্ষকরা তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন।